প্রতি

*১ । মাননীয় মহকুমা শাসক,*

*চন্দননগর ॥*

*২ । মাননীয় কমিশনার,*

*চন্দননগর পৌর নিগম,*

*চন্দননগর ॥*

মাননীয়,

*স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিপ্লবতীর্থ চন্দননগরের মহান বিপ্লবীদের সম্মান জ্ঞাপন বিষয়ে একটি আবেদন*

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের প্রিয় শহর চন্দননগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য । স্বাভাবিকভাবেই আগামী ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিপ্লবীদের মর্মর মুর্তিগুলিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা ভাবা হচ্ছে । এছাড়াও আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি শহরের বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য দুই ব্যক্তিত্ব বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায় এবং কানাইলাল দত্তের জন্মদিন ও বিপ্লবী মাখনলাল ঘোষালের প্রয়াণ দিবসের দোরগোড়ায় । চন্দননগরের দুই মহান সন্তান শিক্ষাবিদ চারুচন্দ্রের জন্ম ১৮৭০ সালের ২৫ শে আগস্ট এবং ঘটনাক্রমে তাঁরই শিষ্য বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের জন্ম ১৮৮৮ সালের ৩০ শে আগস্ট । কুখ্যাত চার্লস টেগার্ট পরিচালিত পুলিশের হাতে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়ে ১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর চন্দননগরে মারা যান বিপ্লবী মাখনলাল ঘোষাল । প্রতিবছরের মতো এবারেও এই দিনগুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মহান এই মানুষগুলিকে সম্মান জানাতে আগ্রহী শহরের নাগরিক সমাজ । মূলতঃ এঁদের মূর্তিতে মাল্যদান এবং প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে দিনগুলি উদযাপিত হয়ে থাকে । বর্তমান বছরে করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষিতে কিভাবে সংযমের সঙ্গে এই দিনগুলি পালন করা যায় তা নিয়ে সকলেই চিন্তিত ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বারবার অনুরোধ উপরোধ করা সত্বেও এই মূর্তিগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না । বিশেষ করে দুই শহীদ কানাইলাল এবং মাখনলালের মূর্তিদুটির অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন । বিশেষ করে চার্চ সংলগ্ন মাখনলালের মূর্তিটিতে তো বিপ্লবী শহীদের নামটি পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে না ! একই সঙ্গে শহীদ মাখনলাল ঘোষালের দাহস্থলটি এবং সেই স্থানে অবস্থিত ফলকটিরও অবিলম্বে সংস্কার করা উচিত এবং আগামী ১৫ই আগস্টের আগেই জরুরি ভিত্তিতে এই সকল সংস্কারের কাজগুলি করে ফেলা দরকার । আমরা মনে করি, এই কাজগুলি সুসম্পন্ন করার মত আর্থিক সঙ্গতি স্থানীয় প্রশাসনের আছে ।

এরপরও প্রয়োজনে এবং প্রশাসনের অনুমতি পেলে, এই মূর্তিগুলির যথাযথ দেখভাল করতে শহরের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজি আছে । পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগরের পক্ষ থেকে আমরাও অনুমতি পেলে চার্চরোডের দুইমুখে অবস্থিত শহীদ কানাইলাল এবং শহীদ মাখনলালের মূর্তি দুটি সংস্কারের দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত ।

চন্দননগরের নাগরিক সমাজের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করুন এবং আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান।

বিনীত,

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি

পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

শংকর কুশারী

সম্পাদক পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

চন্দননগর, ৯ আগস্ট, ২০২১